এম পি পি
লিমিটেড

এম্, পি, প্রোডাক্সন্স লিঃ নিবেদিত

সাড়ে চুয়াত্তর !

চিত্রনাট্য পরিচালনা : নির্ম্মল দে ঃঃ কাহিনী : বিজন ভট্টাচার্য্য
গীত-রচনা : শৈলেন রায় ঃঃ সঙ্গীত-পরিচালনা : কালিপদ সেন
চিত্রশিল্পী : অমল দাস — দৃশ্যসজ্জাকর : সুধীর খান
শব্দযন্ত্রী : অনিল তালুকদার — রূপসজ্জাকর : বসীর আমেদ
সম্পাদক : কালী রাহা — ব্যবস্থাপক : নিতাই সিংহ
শিল্প-নির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী — কর্ম্ম-সচিব : বিমল ঘোষ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : বিশ্বনাথ দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত
দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, সুকুমার দে
চিত্রশিল্পে : দিলীপ মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
শব্দযন্ত্রে : শৈলেন পাল
আলোক-সম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক
সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী, রমেন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, সঞ্জীৎ দত্ত

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

চিত্র-পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারী

পরিবেশক : ডি ল্যাক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

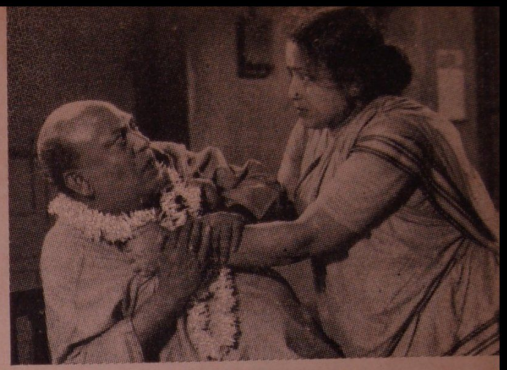

কাহিনী

সাড়ে চুয়াত্তরের অবিসম্বাদী আইনের আশ্রয়ে প্রেমের গতি। তাই 'সাড়ে চুয়াত্তর' প্রেমের কাহিনী। তবে একটি নয়—এক জোড়া প্রেমের। একটি নবীন প্রেম, আরেকটি প্রবীণ। বিধির অপূর্ব্ব বিধানে একদা ফকিরপুকুর লেনের অন্নপূর্ণা বোর্ডিং-এ একদিন এই দুই প্রেমের যে চরম বিকাশ ঘটেছিল—'সাড়ে চুয়াত্তর' তারই এক বিচিত্র কাহিনী।

রজনী চাটুজ্যে এই বোর্ডিং-এর মালিক, স্ত্রীর নামে বোর্ডিং-এর নাম রেখেছিলেন। তাঁর জীবনে দুটি বড়ো দুঃখ ছিল। অনেক করেও তিনি বোর্ডিং-এর মেম্বারদের—আর বাড়ীতে স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর মন পান না। বোর্ডিং-এর মেম্বাররা বলেন তিনি নাকী তাদের আধপেটা খাইয়ে পুরো দাম নেন। রজনীবাবু শুনে বলেন—বেইমান সব। বাড়ীর ব্যাপারটা অবশ্য একটু অন্য রকম। রজনীবাবুর বয়েস একটু ওদিকে গড়িয়ে গেলেও মনটি ছিল তাঁর কাঁচা। তাই তিনি প্রথম বয়সের সাড়ে চুয়াত্তর মার্কা চিঠির দিনগুলির জের এখনো টানতে চান অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে। যেমন একটু গা ঘেঁসে একসঙ্গে বসা, এক থালা থেকে খাওয়া, একসঙ্গে একটু চাঁদের আলো দেখা—এই আর কী। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী সে ব্যাপারে তাঁকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চান না। মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন—আমার প্রাণে অত সখ নেই···ছেলেমেয়েরা বাড়ন্ত হচ্ছে না !

কিন্তু তা বলে কেউ যেন ভাববেন না রজনীবাবুর মতো—বয়েস হ'তে অন্নপূর্ণার প্রেমে ভাঁটা পড়েছে বা রজনীবাবুর প্রতি তাঁর টান কমেছে। সে টান অন্তঃসলিলা হয়ে খরবেগেই বইছিলো। তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেলো যেদিন রজনীবাবুর বুক পকেটে তিনি এক পরকীয়ার চিঠি আবিষ্কার করলেন। সেদিন রজনীবাবুর প্রতি তিনি যে টানের পরিচয় দিলেন—তার রস আদি না অন্ত, পর্দ্দার ইতিহাসে দুর্লভ এক অধ্যায়ে তা আপনাদেরই উপভোগ্য।

আমাদের কাহিনীতে নবীন প্রেমের সূত্রপাত হলো যেদিন রমলারা (কলেজে-পড়া সুন্দরী আধুনিকা রমলা আর তার মা-বাবা) কলকাতা সহরে সহসা গৃহহারা হয়ে আত্মীয় রজনী চাটুজ্যের অন্নপূর্ণা বোর্ডিং-এ আশ্রয় নিলে। পুরুষদের মেস। বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ। স্ত্রী-পরায়ণ মালিক রজনী চাটুজ্যে থেকে আরম্ভ ক'রে বাবুদের মেস-তরীর কাণ্ডারী মদন চাকরটি পর্য্যন্ত। অশেষ গুণের নিধি এই মদন। গুণে গুণে সে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে, বাবুদের পেটের আর মনের দু'খবরই রাখে, অবসরে মেসের সৌদামিনী ঝি'র মনোরঞ্জন করে—আর রমলার বিপদে তাকে অভয় দিয়ে বলে—আপনি ভাববেন না দিদিমনি, আপনার হনুমান মদন আছে। বাবুদের আবার কেউ হঠযোগী, কেউ ব্যায়ামবিদ, কেউ সাধক, কেউ গায়ক, কেউ বাদক। চলচ্চিত্রে অনন্ত কতকগুলি কমেডি-টাইপ—একবার পরিচয় পেলে তাদের সহজে ভুলতে পারবেন না। তার সঙ্গে আছে সুমধুর সুরের পরিবেশন।

রমলাকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে লাগলো তুমুল চাঞ্চল্য। কেউ হয়ে পড়লেন উৎসাহী, কেউ সন্দিগ্ধ—কেউ ভালোমানুষ সেজে পেছন থেকে ওস্কাতে লাগলেন। একগুঁয়ে রামপ্রীতি তাদের নির্ব্বাচিত মুখপাত্র। তার সঙ্গে লাগলো অভিমানিনী রমলার বিরোধ। সহানুভূতির দাবীতে উৎসাহীরা সেই সুযোগে লাগলেন রমলার অনুৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়। বিচিত্র তাঁদের পন্থা, বিচিত্রতর তাঁদের ভাবভঙ্গী, সংলাপ। নানা উপভোগ্য সিচুয়েশনে রসবন্ত ও চমকপ্রদ সেই প্রতিযোগিতায় কখনো দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গ কুলতিলক গৌরীকেদারকে রমলার হাতে মিষ্টি খেতে, কখনো রামপ্রীতিকে দেখা যায় পথে তার সঙ্গে গোপন মিলনে—কখনো বা অতি উৎসাহী কামাখ্যাকে রাস্তায় হোঁচট খেতে, কখনো প্রাণকেষ্টকে বিচিত্র ভাষায় ও ভঙ্গীতে উচ্ছাস প্রকাশ করতে। মদনের সুপটু দৌত্যে আর সাড়ে চুয়াত্তরের আশ্রয়ে রমলার রোমান্স শশিকলার মতো বাড়তে থাকে—এদেরই কারো সঙ্গে। পাশাপাশিই বাড়তে থাকে—রজনীবাবু আর অন্নপূর্ণা দেবীর প্রবীণ রোমান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তার দৃশ্যগুলি সম্বন্ধে এইটুকু আশ্বাস দেওয়া যায় যে তারা শুধু সরসতার অনন্য নয়—তাদের স্মৃতিও অনেক দুঃখের দিনে আপনার মন হাল্কা রাখবে।

এবং একদিন এই দুই রোমান্সের চরম পরিণতি ঘটলো ফকিরপুকুর লেনের অন্নপূর্ণা বোর্ডিং-এ। নবীন পেলো নবীনাকে—প্রবীণ ফিরে পেলো তার প্রবীণাকে।

কোন প্রেমের আবেদন মধুরতর পর্দ্দায় পাবেন তার কদাচিৎ উপভোগ্য পরিচয়।

সঙ্গীতাংশ

[১]

আমার এ যৌবন চম্পা চামেলী বনে
অকারণ উচ্ছল দিন গো—
আঁচল দোলায়ে হায়
কে গো আসে কে গো যায়
সুরে সুরে বেজে ওঠে জীবনের বীণ গো !
কেবা সেই ললনা
ছন্দের ঝরণা—
ভালবাসা যদি পাও
ভালবেসে মর না !
তার কালো চোখে হায়
আলো ছায়া খেলে যায়—
সে হিয়ায় হ'তে চায়
হিয়া যেন লীন গো ॥

বিদ্যুৎ বরণা সে চম্পক বরণী—
তিয়াসার তীরে বাসা বাঁধে মন-হরণী !

কেবা সেই বিনোদিনী
রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি !
নূপুরের তালে বাজে
কাঁকনের রিণি ঠিনি !
ভাবি বেলা অবেলায়
যে চাহনি ফেলে যায়—
তারি জালে জড়ায়েছি
আমি উদাসীন গো ॥

[২]

এ মায়া প্রপঞ্চময় ! এ মায়া প্রপঞ্চময় !!
ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান,
সে তাই সাজে ।
এ মায়া প্রপঞ্চময় ! এ মায়া প্রপঞ্চময় !!

মাতৃসাজে সেজেছিস মা, করিতে স্নেহের অভিনয়
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রে আমি তোর সেজেছি তনয় ।
এই নাটকেয় এই অঙ্কে, স্থান পেয়েছি মা
তোর অঙ্কে—
হয়ত যাব পর অঙ্কে, পর অঙ্কে পুত্র সেজে ॥

কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবাই গাঁথা
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা—
কেউ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা
কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন কত সাজে সেজে ॥

যার যখন হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গ ভূমির অভিনয়—
কাকস্য পরিবেদনা, তখন সে আর কারো নয় !
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্র কন্যার কাতর বিনয়—
শোনে না সে কারো অনুনয়,
চলে যায় সাজ সজ্জা তেজে ॥
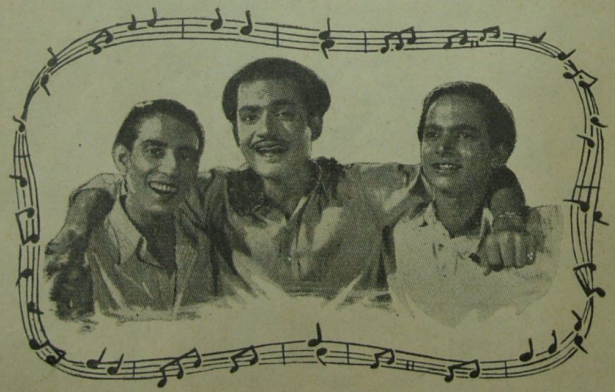
মা হইলে কর্ম্মশেষ কত যাব মা কত আসব,
সং সেজে সংসার মাঝে কত হাসবো কত কাঁদবো—
ভূষণ বলে যাব আসবো, মায়া মোহ তবে নাশবো—
মহাযোগে তবে বসব, নিশব হরির পদরজে ॥

[৩]

কভু বা মেঘের ছায়া কভু বা চাঁদের আলো—
আলো আঁধারির খেলা এ দিওগো বাসিতে ভালো !

নয়নের জল জাগায়ে
রেখো হাসি দিয়ে তারে রাঙায়ে—
লোণার প্রভাত আসে গো জীবনে
আসে গো রাতের কালো ।

ফাগুনে যে গান সুরু হ'ল প্রিয়
বাদলে হবে না শেষ !—
যে গানের কলি কণ্ঠে জাগে না
মনে মনে তারি রেশ !

যখনি প্রদীপ জ্বালি গো
জানি কিছুতো পড়িবে কালি গো—
আমার দীপের অন্ধ নয়নে
প্রাণের শিখাটি জ্বালো ॥

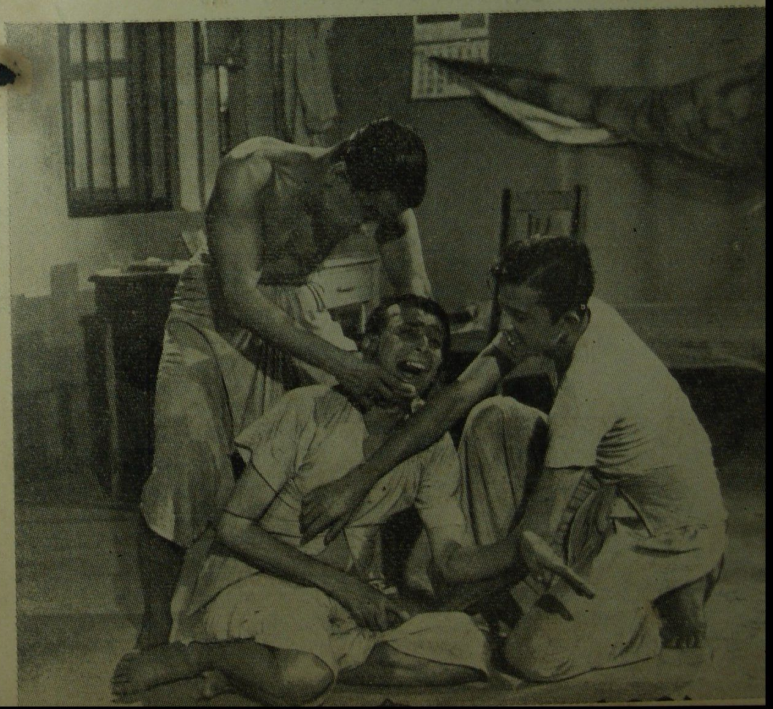

৭৪॥-এর

রূপায়ণে ঃ
মলিনা দেবী
পদ্মা দেবী
রেবা দেবী
সুচিত্রা সেন
(এস-এম-এর সৌজন্যে)
আরতি মৈত্র,
রাজেশ্বরী সিং,
মঞ্জুলা ব্যানার্জ্জী

তুলসী চক্রবর্ত্তী ★ উত্তমকুমার
ভানু বন্দ্যোঃ (এঃ) ★ নবদ্বীপ ★ জহর রায়
শ্যাম লাহা ★ অজিত চট্টোঃ ★ রঞ্জিত রায়
হরিধন মুখোঃ (এঃ) ★ গুরুদাস বন্দ্যোঃ

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, গোকুল মুখোঃ, দেবেন বন্দ্যোঃ, বিভূতি গুপ্ত (এঃ), সলিল দত্ত, আদিত্য ঘোষ, পারিজাত বসু, সন্তু বসু, শান্তি দাস, শ্যাম সিংহ, অশোক চট্টোঃ, নিশীথ সরকার, মাষ্টার চিণ্ময়, মাষ্টার লেটো, এবং শ্যামল মিত্র, মানব মুখোঃ ও সনৎ সিংহ।

এম, পি'র পরবর্ত্তী ছবি—

সম্পূর্ণ নূতন করিয়া হিন্দীতে রূপান্তরিত হইতেছে

বাবলা

দৃশ্যে, শোভায়, সজ্জায় বিরাট ঐতিহাসিক চিত্র

প্রতাপাদিত্য

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ (১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) হইতে মুদ্রিত।